দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 MAY 1992

পৃষ্ঠা 1 ... কলাম

২

পরীক্ষা ও লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত

গত ২৬ এপ্রিল "দৈনিক ইনকিলাব" পত্রিকায় জনাব আহমেদ সেলিম রেজার 'পরীক্ষা পিছানোর দাবী কেন ?' শীর্ষক প্রতিবেদন পড়ে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।

পরীক্ষা পিছানো যেকোনো জাতির জন্য অমঙ্গলজনক। এটা প্রত্যেক জাতির বিবেচনাসম্পন্ন নাগরিকের জন্য অবশ্য স্বীকার্য। পরীক্ষা পিছানোর ব্যাপারে "জাতি— ছাত্র সমাজ" কার কতটুকু লাভ-ক্ষতি, মঙ্গল-অমঙ্গল এ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া আশু প্রয়োজন।

পরীক্ষা পূর্ব ঘোষিত সময়ে সম্পন্ন করে জাতিকে হয়তো দুই মাস এগিয়ে নেয়া সম্ভব, কিন্তু এতে যে লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর অপূরণীয় ক্ষতি সাধন হবে, তা কি জাতির উন্নতির জন্য মঙ্গলজনক ? অপর্যাপ্ত সময়, রাজনৈতিক বিশৃংখলা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পড়াশুনা করতে না পারায় নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা হওয়াতে ছাত্র-ছাত্রীর যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে তাহা হলোঃ

(১) অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হবে এবং কৃতকার্যের মধ্যে বেশীরভাগই আশানুরূপ রেজাল্ট না করায় তারা কাঙ্ক্ষিত বিষয়সমূহ (মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবজেক্টসমূহের) ভর্তি হওয়া এমনকি ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ না পাওয়ায় তারা গভীর হতাশায় ভুগবে।

ফলে, প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র ও অভিভাবক এবং পরোক্ষভাবে জাতির বুকে নেমে আসবে গভীর অন্ধকার ও বিষাদের কারণ। সেলিম রেজা পরীক্ষা পিছানোকে রেওয়াজে পরিণত করা হয়েছে বলেছেন।

কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় '৭২ সালের পর হতে আজ পর্যন্ত শুধু '৯১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পিছিয়ে ছিল। কিন্তু তাতে ছাত্রদের সমর্থন তো ছিলই না বরং বিরোধীতাই ছিল। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও সরকারের অবহেলার দরুন এই সেশন জট সৃষ্টি হয় যার পরোক্ষ স্বীকার পরবর্তী সেশন। এই সেশন জট এক ইয়ারের ছাত্রদের উপর স্টিম রোলার চালিয়ে সমাধান হবে না বরং বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি রেজাল্ট দেওয়ার মাধ্যমে সমাধান করতে পারেন।

আহমেদ রেজা পরীক্ষা পিছানোর সাথে অটো প্রমোশনের যে তুলনা করেছেন তা অত্যন্ত অযৌক্তিক। কারণ ছাত্ররা অটো প্রমোশন চায়নি বরং চেয়েছে পরীক্ষার জন্য প্রাপ্য সময়।

সেশন জটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেশন জট শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েই বিরাজমান। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কোন সেশন জট নাই; যা আছে তা সরকার ও বোর্ড কর্তৃপক্ষ সৃষ্ট।

সুতরাং ভবিষ্যত জাতির কর্ণধার, এ দেশের লাখ লাখ ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ও এ সম্পর্কে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

—সুমন, রবিন, লিখন, অনুপ, হিরু।

॥ ২ ॥

বর্তমানে সারাদেশব্যাপী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের দাবী বেশ প্রবল। এই কথা অনস্বীকার্য যে, অনেকে এই দাবী সমর্থন করেন, অনেকে করেন না। পরীক্ষার তারিখ কিছুটা পরিবর্তন করলে কারোরই তেমন আপত্তি নেই। কিন্তু বর্তমানে পরীক্ষার যে তারিখ বেঁধে দেয়া আছে (২৫ জুন), এর এক মাসের ঊর্ধ্বে যদি পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়, তবে অনেক ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকের মনোভাব ক্ষুণ্ণ হবে এবং তাদের ক্ষতি হবে। বর্তমানে আমরা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা দো-টানায় আছি, পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হবে কি হবে না। কর্তৃপক্ষ বলেছেন, পরীক্ষা পেছানো হবে না। অথচ তারা এখন পর্যন্ত পরীক্ষার সময়সূচীও দিচ্ছেন না। তাই আমরা কোন আশায় থাকবো তা ভেবে দেখার বিষয়। অতএব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করছিঃ

১) আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের দাবীর প্রতি কিছুটা সদয় হয়ে পরীক্ষা একমাস পিছিয়ে দেয়া হোক।

২) পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণার সাথে সাথে পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষণা করার জন্যও অনুরোধ জানাচ্ছি। সময়সূচী তৈরী করার ব্যাপারে প্রতি বিষয়ের মাঝে অন্ততঃ দুই দিন বিরতি চাই।

— সুমন, মণিকা, সোহেল।